হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১

(১,২)মাননীয় থিয়ফিল, হযরত ইসা আ.কে বেহেস্তে তুলে নেবার আগ পর্যন্ত তিনি যা করেছিলেন ও শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার সমস্তই আমি আগের কিতাবে লিখেছি। যে হাওয়ারিদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তাঁকে তুলে নেবার আগে তিনি তাদের আল্লাহর রুহের মধ্য দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (৩)তাঁর দুঃখভোগের পরে তাদের কাছে তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং তিনি যে জীবিত আছেন, তার অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁদের দেখা দিয়ে আল্লাহর রাজ্যের বিষয়ে বলেছিলেন। (৪)সেই সময় যখন তিনি তাদের সংগে ছিলেন, তখন তাদের এই হুকুম দিয়েছিলেন, যেনো তারা জেরুসালেম ছেড়ে না-যান, বরং আল্লাহর ওয়াদা করা দানের জন্য অপেক্ষা করেন।

(৫)তিনি বলেছিলেন, "তোমরা আমার কাছে শুনেছো যে, যদিও হযরত ইয়াহিয়া আ. পানিতে বায়াত দিতেন; কিন্তু আর বেশি দিন দেরি নেই, আল্লাহর রুহে তোমাদের বায়াত দেয়া হবে।" (৬)তাই পরে যখন তাঁরা এক সংগে মিলিত হলেন, তখন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, এই সময় কি আপনি বনি-ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?" (৭)উত্তরে তিনি বললেন, "যেদিন বা সময় প্রতিপালক নিজের অধিকারে রেখেছেন, তা তোমাদের জানার বিষয় নয়। (৮)কিন্তু আল্লাহর রুহ তোমাদের ওপর এলে পর তোমরা শক্তি পাবে; আর জেরুসালেম, সমগ্র ইহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশ এবং দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।"

(৯)একথা বলার পরে তাঁদের চোখের সামনেই তাঁকে তুলে নেয়া হলো এবং একখন্ড মেঘ তাঁকে তাদের চোখের আড়াল করে দিলো। (১০)তিনি যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন এবং তারা একদৃষ্টে আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তখনই সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, (১১)"হে গালিলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছো কেনো? এই হযরত ইসা আ., যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেয়া হলো, তাঁকে যেভাবে তোমরা বেহেস্তে যেতে দেখলে, সেভাবেই তিনি আবার আসবেন।"

(১২)তখন তাঁরা জৈতুন পাহাড় থেকে নেমে জেরুসালেমে ফিরে এলেন। এই পাহাড়টি জেরুসালেম শহরের কাছে, এক সাব্বাত দিনের যাত্রার সমান দূরে অবস্থিত।

(১৩)শহরে পৌঁছে তাঁরা ওপরের তলার যে-ঘরে থাকতেন, সেখানে গেলেন। হযরত পিতর রা., হযরত ইউহোন্না রা., হযরত ইয়াকুব রা., হযরত আন্দ্রিয়ান রা., হযরত ফিলিপ রা., হযরত থোমা রা., হযরত বরথলময় রা., হযরত মথি রা., হযরত ইয়াকুব ইবনে আলফিয়াস রা. ও দেশপ্রেমিক হযরত সিমোন রা. এবং হযরত ইহুদা ইবনে ইয়াকুব রা.।

(১৪)তারা সবাই বিশেষ কয়েকজন মহিলাসহ হযরত ইসা আ. এর মা হযরত মরিয়ম আ. ও তাঁর ভাইদের সংগে সব সময় একমত হয়ে মোনাজাত করতেন।

(১৫)সেই সময় এক দিন হযরত পিতর রা. মসিহের ওপর ইমানদার প্রায় একশো কুড়িজন উম্মতের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, (১৬)"ভাইয়েরা, আল্লাহর রুহ হযরত দাউদ আ. এর মুখ দিয়ে ইহুদার বিষয়ে যা বলেছিলেন, আল্লাহর সেই কালাম পূর্ণ হবার দরকার ছিলো। (১৭)কারণ যারা হযরত ইসা মসিহকে ধরে ছিলো, সে-ই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। সে আমাদেরই একজন ছিলো এবং আমাদের সংগে কাজ করার জন্য তাকে বেছে নেয়া হয়েছিলো। (১৮)তার খারাপ কাজের টাকা দিয়ে সে একখন্ড জমি কিনে ছিলো। আর সেখানে পড়ে গিয়ে তার পেট ফেটে গেলো এবং নাড়ি ভুঁড়ি বের হয়ে পড়লো। জেরুসালেমের সবাই সে-কথা শুনেছিলো। (১৯)এ-জন্য তাদের ভাষায় ওই জমিকে তারা হাকেল্দামা বা রক্তের ক্ষেত বলে।

(২০)কারণ জবুর শরীফে এ-কথা লেখা আছে, তার বাড়ি খালি থাকুক; সেখানে কেউ বাস না করুক।' এবং 'তার উঁচু পদ অন্য লোক নিয়ে যাক।' (২১)এ-জন্য হযরত ইসা মসিহ যে মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, আমাদের সংগে তার সাক্ষী হবার জন্য আরেকজনকে আমাদের দলে নিতে হবে।

(২২)তাই হযরত ইয়াহিয়া আ. এর বায়াত দেয়া থেকে আরম্ভ করে তাঁকে আমাদের কাছ থেকে তুলে না-নেয়া পর্যন্ত, তিনি যতদিন আমাদের সংগে চলাফেরা করেছিলেন, ততদিন যে-লোকেরা আমাদের দলে ছিলো, সে যেনো তাদের মধ্যে একজন হয়।" (২৩)তাই তারা হযরত ইউসুফ রা., যাকে বারসাবা বলা হতো, এবং হযরত মাত্তিয়াস রা.- এই দু'জনের নাম প্রস্তাব করলেন।

(২৪-২৫)অতঃপর তারা এই বলে মোনাজাত করলেন, "ইয়া আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন, তুমি সকলের অন্তর জানো। যে-ইহুদা তার পাওনা শাস্তি পাবার জন্য হাওয়ারি পদের কাজ ছেড়ে দিয়েছে,

তার জায়গায় এই দু'জনের মধ্যে যাকে তুমি বেছে নিয়েছো, তাকে আমাদের দেখিয়ে দাও।" (২৬)এবং তারা ভাগ্য পরীক্ষা করলে মাত্তিয়াসের নাম উঠলো এবং তিনি এগারোজনের সংগে যোগ দিলেন।